আর. ডি. বনশল নিবেদিত
রত্না ফিল্মস কর্পোরেশন-এর সম্পূর্ণ রঙীন ছবি।
করুণাময়ী
পরিচালনা : অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়
সংগীত : সুধীন দাশগুপ্ত

আর. ডি. বনশল নিবেদিত

রত্না ফিল্মস কর্পোরেশনের

করুণাময়ী

(সম্পূর্ণ রঙীন ছবি)

প্রযোজনা : **শ্রীমতী রত্না চট্টোপাধ্যায়**

কাহিনী : **বারি দেবী** চিত্রনাট্য ও সংলাপ : **বিভূতি মুখোপাধ্যায়**

পরিচালক ও প্রধান চিত্রসম্পাদক * **অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়** *

সঙ্গীত : **সুধীন দাশগুপ্ত** ॥ আলোকচিত্রশিল্পী : অনিল গুপ্ত, জ্যোতি লাহা ॥ শিল্পনির্দেশক : সত্যেন রায়চৌধুরী ॥ শব্দানুলেখন : অনিল দাশগুপ্ত, সোমেন চট্টোপাধ্যায় ॥ সম্পাদক : মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ॥ প্রসাধক : মনোতোষ রায় ॥ নৃত্যনির্দেশক : শম্ভু ভট্টাচার্য, শ্যামল মহারাজ ॥ কর্মসচিব : ৺গোরা গুপ্ত ॥ প্রধান ব্যবস্থাপক : রতন চক্রবর্তী ॥ স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ ॥ পটশিল্পী : জগবন্ধু সাহা : মৃৎশিল্পী : কানু চৌধুরী ॥ সজ্জাকর : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই ॥ প্রচারশিল্পী : ধীরেন রায় ॥ প্রধান সহকারী পরিচালক : রণজিৎ বিশ্বাস ॥ প্রধান সহায়ক : **গোবিন্দ রায়** ॥

গীত-রচনা : **সুধীন দাশগুপ্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাপাধ্যায়** ॥ নেপথ্য কণ্ঠ : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, অংশুমান রায় ও বিশ্বজিৎ,** মালা সরকার, ললিতা ধরচৌধুরী, সুমিত রায় ও আরও অন্যান্য।

প্রচার ও জন-সংযোগ : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়।

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : বরেন চট্টোপাধ্যায়, দুলাল দে ॥ সঙ্গীত : অলোক দে, অশোক রায় ॥ আলোকচিত্র : জনক ঘোষ, বাউরী বন্ধু জানা ॥ শিল্পনির্দেশ : শশাঙ্ক সান্যাল ॥ সম্পাদনা : দেবীদাস গঙ্গোপাধ্যায় ॥ শব্দগ্রহণ : বাবাজী শ্যামল, কেষ্ট দাস (বহির্দৃশ্য) ॥ রূপসজ্জা : শম্ভু দাস, নিমাই সমাজদার ॥ শব্দপুনর্যোজনা : বলরাম বারুই, প্রভাত বর্মন, অরবিন্দ সেন ॥ আলোক সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন, তারাপদ, রামদাস, হংসরাজ, কাশীনাথ, সুনীল শর্মা, কিশোরী ভট্টাচার্য।

অন্তর্দৃশ্য : টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও-তে আনন্দ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে গৃহীত ॥ পরিস্ফুটন : জেমিনী কালার ল্যাবরেটরি, মাদ্রাজ।

: ভূমিকায় :

বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, ছায়া দেবী, সুশীল মজুমদার, বিপিন গুপ্ত, কালীপদ চক্রবর্তী, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু ভট্টাচার্য, তপতী ঘোষ, শমিতা বিশ্বাস, ঝুমুর গঙ্গোপাধ্যায়, জয়শ্রী ভট্টাচার্য, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ ভি, এন্, চাড্ডা, ৺অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ বলাই দাস, বাদলকুমার, রূপক মজুমদার, অসীম দাঁ, রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শচীন চক্রবর্তী, শক্তি মুখোপাধ্যায়, বুলা ঘোষ, সন্ধ্যা পোদ্দার, লীনা, চৈতালী, শিশুশিল্পী : মাঃ পার্থ, মাঃ কাঞ্চন, মাঃ কাতুন, সুশোভন, বর্ণালী, আম্রপালী, মুন্নি এবং যুবতীর্থ, 'গন্ধর্বলোক' ও রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার্স ফর চিল্ড্রেন' এর ছেলেমেয়েরা ও আরও অনেকে।

পরিবেশক : **আর. ডি. বি. এণ্ড কোং** ॥ বিশ্বসত্ত : **কেমে এণ্টারপ্রাইজেস**।

আর. ডি. বি'র প্রচার ও জন-সংযোগ বিভাগের পক্ষে শৈলেশ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ন্যাশনাল আর্ট প্রেস-এ মুদ্রিত।

কাহিনী

জমিদারী নেই, কিন্তু জমিদারীর প্রতাপ আছে। বাংলাদেশের এই রকম এক পড়ন্ত জমিদার ইন্দ্রনাথ। প্রজা শোষণ করে একদিন পূর্বপুরুষেরা যা সঞ্চয় করে গেছেন, ইন্দ্রনাথের চোখে তা লুটের মাল,—গেলেই বা কি? থাকলেই বা কি? মা সুনয়নী কিন্তু আভিজাত্য আর বংশ মর্যাদার ফাঁকা অভিমান আঁকড়ে ধরে সেই আগের দিনের প্রতাপের মধ্যে বেঁচে থাকতে চান। ছেলের সঙ্গে এই নিয়ে তাঁর বিরোধ।

কবিরাজের মেয়ে কিরণ। বাবার সঙ্গে রোগীর সেবা করে দিন কাটায়। তার চোখে মানুষের কোন জাত নেই, উঁচু নীচু ছোট বড় কোন ভেদাভেদ নেই। এক মুসলমান চাষীর ছেলেকে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে বাঁচাতে গিয়ে কিরণের বাবা তার বাড়ীতেই মারা যান। এই মৃত্যু ঘিরে গ্রামের পণ্ডিত পাড়ায় এক আলোড়ণের সৃষ্টি হয়। তাঁরা কিরণকে একঘরে করে গাঁয়ের দেবী মন্দিরে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়। জেদী মেয়ে কিরণ বিচারের এই প্রহসনকে অস্বীকার করে। পণ্ডিত মশাইরা ছুটে যান ইন্দ্রনাথের কাছে বিচারের জন্য। মন্দির চত্বরে কিরণের সাথে ইন্দ্রনাথের দেখা হয়। কিরণের তীক্ষ্ণ যুক্তি শুনে ইন্দ্রনাথ অভিভূত হয়। মায়ের অমতে কূলদেবীর সিঁদুর পরিয়ে বিয়ে করে কিরণকে।

রাগে ফেটে পড়লেন সুনয়নী। নীল রক্ত টগবগ করে ফুঠে উঠলো। এ বিবাহে তিনি স্বীকৃতি দেবেন না। যুক্তিহীন বিরোধিতায় মেতে উঠলেন। কিন্তু ছেলের জেদের সঙ্গে পেরে উঠলেন না—সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। ইন্দ্রনাথ কিরণকে ভালবাসে—তাকে অদেয় কিছুই নেই। কিরণের কথায় সে দরিদ্র চাষীদের সেবা করে—কূলদেবীর মন্দির জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য খুলে দেয়। মনে মনে সুনয়নী রুষ্ট হয়।

অবশেষে সুযোগ এলো। কিরণ এক বিকলাঙ্গ সন্তান উপহার দিল জমিদারবংশকে। চমকে উঠলো ইন্দ্রনাথ। সত্যিই কি সে কিরণের কথায় রাজী হয়ে কূলদেবীকে রুষ্ট করেছে?

সুনয়নী বিশ্বস্ত অনুচরকে আদেশ দিলেন বিকলাঙ্গ সন্তানকে হত্যা করতে। উন্মাদিনী কিরণ ছুটে যায় নদীর জলে আত্মহত্যার সঙ্কল্প নিয়ে।

সঙ্গীত

(১)

মা—মাগো
কালো মেঘে কালী ছায়া
কৃষ্ণছায়া যমুনাতে
কালীকৃষ্ণ যমুনাতে।
ওমা কালী শঙ্করীমা
ঘোচাও কালী পৃথিবীতে॥
তুমিই জ্ঞান তুমিই শিক্ষা
তুমিই মন্ত্র তুমিই দীক্ষা
ওমা কায়া তুমি, আমরা সবাই
ছায়া তোমার সরণিতে॥
নামেই তোমার শক্তি কত
ভক্তিতে হয় মাথা নত
ওমা কর্ম তুমি ধর্ম তুমি
সেবা তুমি সান্ত্বনাতে॥

(২)

নেশাতে কি হয় বলোনা নেশাতে কি হয়
মনটা হয় যে রঙীন এতো যায় পালিয়ে ভয়
ভয়-ভয়-ভয়।
এক এক জনের এক এক নেশা—
নেশা ধরানোই আমার পেশা—
নেশারই হোক জয়। জয়-জয়-জয়-জয়…
জয়ের মালা তোমার গলায় দিকে দিকে জয় গান
তুমি মা মাগো আমরা সবাই তোমারই সন্তান।
মাগো মা জননী কলুষ নাশিনী
তোমার কাছে সন্তানেরা সবাই সমান
সমান হতে পারেনা কেউ সবাই সমান নয়
শুধু নেশার ঘোরে সবার চোখে সবাই সমান হয়
দুটি ফুল ফুটলো সাথে এক হলো কি ভাগ্য তাতে
একটি পড়ে পূজার আলায় আর একটি পথেই পড়ে রয়।
পথই যাদের ঘর তাদের কিগো নেই কোন ভগবান
তুমিতো স্নেহময়ী সবার মা তারাও তোমারই সন্তান
মাগো জননী সব দুঃখ হারিনী
তাদের সেবায় জানিগো তোমায় করে আনন্দদান
দান করে যে বিধাতা নয় দাতাই সে হয়
এ দাতা বিধাতার চেয়ে কম কিছুই নয়
এ সব কিছু নেশায় মেলে তেমন নেশায় জড়িয়ে গেলে
থাকেনা সংশয়—থাকেনা সংশয়
সংশয়ে যেন না পড়ি মা রাখি তোমার মান
দোষ ত্রুটি যদি হয় কিছু করোনা গো অভিমান
লোকের যত ছল চাতুরী হরণ করো হে শঙ্করী
যেন মরণ কালেও ভয় না করি দিতে পারি প্রাণ
দিতে পারি প্রাণ—দিতে পারি প্রাণ॥

(৩)

মা—মাগো
আঁধার বিনাশিনী মা, ওমা আঁধারকে আলো করো
মঙ্গল কারিনী মা ওমা সকলের মঙ্গল করো
ওমা শান্তি প্রদায়িনী মা শান্তি প্রদান করো
জগত কল্যাণীমা মানুষের কল্যাণ করো।
আয় আয়রে সবাই মায়ের মন্দিরে ছুটে যাই
এক মনে এক প্রাণে মাকে প্রণাম জানাই।
আয় বিপ্র আয় শূদ্র আয়রে ধনী আয় দরিদ্র
যে যেখানে আছিস ওরে আয়রে সবাই
থাম! আহা ম্যা ম্যা করে হেদিয়ে মলো
আহা, বলি অতই সোজা মাকে ডাকা
তন্ত্র মন্ত্র জানিস কিছু-হু! হতচ্ছাড়া মাথা মোটা
যতো সব মাথা মোটা—
তন্তর মন্তর জানিনাতো মা নামই সার করেছি
আচার বিচার সব ছেড়ে যে ভক্তি দিয়েই প্রাণ ভরেছি
জ্ঞানী গুনি সেজে আর বসে থাকা চলে
ক'পাল ঠুকে নেমে পড়ো পুঁথি পত্তর শিকেয় তুলে
কী? বিশ্বাস হচ্ছেনা ঠাকুর? তবে শোনো,—
এই তোর নাম কিরে?
রহিম—
তুই মাকে কি বলিস?
আম্মা—

আর তুই কে ?
আমি রাম—আমিও মাকে 'মা' বলি
আর আমরাওতো মা বলি, আমরা সবাই মা বলি ॥
রাম বলো আর রহিম বলো
সবাই মায়ের একই ছেলে।
মাকে সবাই মা বলে ভাই
মা কাঁদে ছেলে দুঃখ পেলে ॥
মায়ের রূপ দেখেনে তিন ভুবনে
ছাখ নয়ন ভরে—ছাখ মুগ্ধ মনে
যে হাতে মার থাকে অসি সেই হাতে মা'র মোহন বাঁশী
ছাখ কৈলাস বাসিনী মাকে বৃন্দাবনে।
বল কোথায় লুকালো সেই কৃষ্ণ গোপাল
আবার করেছে ননী চুরি সেই নন্দ দুলাল
মিছে কেন দোষ দাও মা কৃষ্ণ করেনি ননী চুরি
সেতো সকাল থেকেই খেলছে আমাদের সাথে
লুকোচুরি।
কই নিয়ে আয় দেখি সেই ননী চোরাকে
শাস্তি এমন আমি দেবো আজ দেবোই তাকে
ঐতো কৃষ্ণ যশোদামা আছে সে কখোন থেকে এইখানে
এসেছে কোন সকাল বেলায় যায়নিতো আর কোনখানে
বটে ! তবে ওরাই মিথ্যে কথা বলেছে আমায়
দাঁড়া ! ওদেরই ছাখাবো মজা
দেখি ওরা কোথায় যায় ॥
আকুল হয়ে মা যশোদা
গোপাল বলে ডাকছে যাকে
তাকেই আবার মথুরাতে
দেবকী মা কানাই ডাকে
সবার তুমি মা জননী-সবাই তোমার নয়ন মনি—
নেই যে তোমার জাতের কোন বালাই।

(৪)

স্বরে অ স্বরে আ কাক করে কা'কা,—
উহু !
কা'কা—
হলোনা—হলোনা,
তুমি বলো ওমা তুমি বলো।
ক'য়ে কৃষ্ণ ক'য়ে কালী ক'য়ে দাও করতালি
করযোড়ে বল খালি কৃপা কর কৃষ্ণকালি
গ'য়ে হয় গরু ঠ্যাং গুলো সরু
দুধে জল মেশায় ঐ গোয়ালা হরু
ছিঃ ওকথা বলতে নেই—
গ'য়ে গোবিন্দ গোপাল গলে দোলে বনমাল
গোচারণে নন্দলাল গমন করেন সকাল
গয়াতীর্থ গয়াধাম গ'য়ে গদাধর
একই অঙ্গে রামকৃষ্ণ রূপ মনোহর
অ'য়ে অজ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
আ'তে আল্লা আল্লাতো ঈশ্বর
ই'তে ইন্দ্র—
ই'তে ইন্দ্র দেবরাজ স্বর্গের অধিপতি
ইন্দ্র সব দেবতারই অগতির গতি
স'য়ে সীতা সাবিত্রী সারদা জননী
আর তয়ে ?
আর তয়েতে তাপসী সোনা আমার মামণি—
ল'য়ে ল্যাংরা—
কি হলো ওমা কি হলো
খোঁড়াকে কখনো খোঁড়া কি বলতে আছে
বলবন আর শপথ করছি তোমার কাছে।
ল'তে কি হবে ?
তুমিই বলো ?
না তুমি বলো—
শোনো ল'য়েতে,
লক্ষ্মণ রামের ভাই রাম নাম বুকে তাই
লক্ষ্মণের লক্ষ্য শুধু রামের সেবাই
A, B, C, D, E F G H I J—
J for ?
থামলে কেন বলো ?
J for যিশাস জগতের পিতা
M for মেরী মাতার মমতা
N for নাইটিঙ্গেল সেবার প্রতিম
গাও গাও গাও সবে তাহার মহিমা।

(৫)

মা—মাগো,
আঁধার বিনাশিনী মা ওমা আঁধারকে
বিনাশ করো—
মঙ্গল কারিনী মা ওমা সকলকে মঙ্গল করে'
ওমা শান্তি প্রদায়িনী মা পান্তি প্রদান করো
জগৎ কল্যাণী মা মানুষের কল্যাণ করো।
কত কেঁদেছে দেবকী কেঁদেছে যশোদা
কেঁদোছ শচীমা নিমাই বলে।
তারাতো ছিলনা সন্তান হারা
মা বলে ডেকেছে তাদেরই ছেলে॥
শক্তি দাও মা তোমার দয়ায়
সব মুখে হাসি ফোটাতে পারি
শক্তি দাওমা সকলের আমি মা হ'য়ে যেন
যশোদা মাকেও হারাতে পারি॥
শোন অনাথ আঁতুর ওরে বঞ্চিত রে
মায়ের এ চরাচরে এখানো তোদের তরে
রয়েছে অনেক আশা সঞ্চিত রে
কে বলে তোমরা সব ভাগ্যহারা
সহায় স্বজন হীন ছন্নছাড়া
ঐ মায়ের আঁচল পাতা বসুন্ধরা
এতো তোমাদের এতো তোমাদের
এতো তোমাদের
অবলা সবলা চতুরা এসো দুখী দরিদ্র
ধনীরা এসো

এসো অভাজন জ্ঞানী গুনীজন মায়ের পূজার
করো আয়োজন ॥
কে বলে পঙ্গু তুমি মূক বধির তুমি
কে বলে অন্ধ তুমি তুমি অভাজন
অসহায় মনে কেন করো ক্রন্দন ॥
এসো পঙ্গু এসো এসো মৌন এসো
এসো বধির এসো এসো অন্ধ এসো
মায়ের পূজায় যে তোমাদেরও বড়ো প্রয়োজন ॥
ওরে আয় আয় আয় ওরে পুত্রহারা ওরে আয়
ওরে আয় আয় আয় ওরে মাতৃহারা ছুটে আয়
ওরে আয় ওরে আয় ওরে আয় ওরে
ভাগ্যহারা ছুটে আয় ॥

[ছড়ার গান]

খোকন যাবে শ্বশুর বাড়ী সঙ্গে যাবে কে ?
বাড়ীতে আছে হুলো বেড়াল ম্যাও-ম্যাও-ম্যাও
কোমড় বেঁধেছে—হুঁ-হুঁ কোমড় বেঁধেছে।
না বেড়াল নয়—ঘোড়া !
ঘোড়া, আচ্ছা তবে শোনো।
খোকাবাবু হালুয়া খাবু—
ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাবু—
হৈয়-হৈয়-হৈয়—হ্যাট-হ্যাট-হ্যাট—
চিঁ-চিঁ-চিঁ—হ্যাট-হ্যাট…।

স্তোত্র ॥ ১ ॥

আনন্দময়ী আনন্দরূপা আনন্দবিধায়িনী
বিশ্বরূপা বিশ্বমাতা বিশ্বদেবী শিব জায়া
করুণাকর করুণাময়ী করুণাবিতরনী
শরণাগতি দুঃখ হরনী নমস্তে তাম মহামায়া
নমস্তে তাম মহামায়া
নমস্তে তাম মহামায়া ॥

স্তোত্র ॥ ২ ॥

যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু শক্তি রূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমঃ মমঃ
যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু জাতি রূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমঃ নমঃ
যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু মাতৃ রূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমঃ নমঃ—

ব্রতচারী গান

হ' আকার 'স' হাসো হ'য়ে আকার স' হাসো
নিত্য চেষ্টা করো সবে হা হা হা হা হাসো
ভাইয়ে ভাইয়ে হাসো ভাইয়ে বোনে হাসো
হা হা হা হা হাসো হাসো দুঃখ বিনাশ ॥

গান [আংশিক]

(১)

নিজের ভাবনা নিজেই থাকো
কাউকে বোলো না কোন ভাবে
যাকেই শোনাবে, তার মন
ভাবনাতেই মরে যাবে।

(২)

[শ্যামা সঙ্গীত]

শ্যামা মা তোর রাঙা চরণ
ঐ চরণে সঁপেছি জীবন
ছাড়বো না ঐ চরণ দুটি
ঐ চরণই বিপদ হরণ !

আর. ডি. বনশল প্রযোজিত
সত্যজিৎ রায়ের ছবি!
জয় বাবা ফেলুনাথ
আসছে!